“হারাম-গনতন্ত্র”

শায়খ আবু মুসআব

গণতন্ত্রের পোস্ট-মর্টেম: মানুষ আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে অনুমতি দেয়া না দেয়ার কেউ নয়

****

[বাক্বিয়্যাহ মিডিয়া স্ট্রাইক]

যুগে যুগে বাতিল তার চেহারা পরিবর্তন করেছে, নতুন রূপ নতুন চক্রান্ত নয়ে এসেছে। কিন্তু হক একই আছে, তার ভাষা একই, দাবিও একই – আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। কিন্তু আমাদের এই জামানায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কলমের কালি বা প্রতিবাদী রক্ত ফুরিয়ে আসছে । তদুপরি, হক তার জবান বন্ধ করে নি, রক্তও তার নিজের ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। আর অপরদিকে, আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারকারী আর মিথ্যুক ভণ্ড ঈমানদারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

মহান আল্লাহ বলেন, “আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।” [আল বাকারাহঃ ৮-৯]

আজকের সমাজে আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে মানব রচিত বিধানকে জাতীর সমাধান মনে করা হয়। অথচ আল্লাহ আমাদের জন্য কি বিধান ভুল দিয়েছেন? এমন দাবির ব্যাপারে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। গণতন্ত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে বলতে গেলে বিষয়টিকে সহজে এভাবে তুলে আনা যায়:

আল্লাহ বলেন, “যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য” [আল বাকারাহঃ ১৬৫] গণতন্ত্র বলে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস ।

আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। ” [ইউসুফঃ ৪০] গণতন্ত্র বলে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণ, সংসদ, মন্ত্রী-এমপির।

আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তাআলা সার্বভৌমত্বের মালিক।” [আলে ইমরানঃ ২৬] গণতন্ত্র বলে, সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।

আল্লাহ বলেন, “(হে নবী) আপনি যদি অধিকাংশের রায়কে মেনে নেন তাহলে তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে” [আল-আন’আমঃ ১১৬] গণতন্ত্র বলে, অধিকাংশ লোকের রায়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যদিও তা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে হয়।

আল্লাহ বলেন, “আল্লা’হ তা’আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। ” [আল বাকারাহঃ ২৭৫] গণতন্ত্র বলে, গণতন্ত্র সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে।আল্লাহ বলেন, ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। [আন-নূরঃ ২] গণতন্ত্র বলে, সংসদ পতিতালয়ের (জিনা) লাইসেন্স দেয়।

আল-মায়েদাহ’র ৯০ নং আয়াত অনুসারে মদ, জুয়া, লটারি নিষিদ্ধ। গণতন্ত্র মদ এর লাইসেন্স দেয়। জুয়া, লটারি বৈধ।

আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে,সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন

করেন না।" [আল-মায়েদাহঃ ৫১] গণতন্ত্র বলে, কোন সমস্যা নাই। যার সাথে ইচ্ছা (এমনকি আমেরিকা, ইসরাইল এর সাথেও) বন্ধুত্ব কর এবং মুজাহিদ-মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য কর।

আমাদের ভূমির অধিকাংশ মানুষেরই "গণতন্ত্র" সম্পর্কে সঠিক ধারনা নেই। তারা এই গণতন্ত্রকে হালাল মনে করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে মূর্খরা একে আবার ইসলামী সহীহ পন্থা বলে দাবি করে। তারা আসলে বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না যে এটি একটি কুফুরী মতবাদ। গণতন্ত্র হচ্ছে – অধিকাংশ মানুষের রায়। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ যেটা বলবে সেটাই মেনে নেয়া হবে, এর নাম হচ্ছে গণতন্ত্র। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন-"আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তাঁর পথে অনুগমন করে।" [আল আন'আমঃ ১১৬-১১৭] এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেয়া যাবেনা যদি তা কোরআন সুন্নাহ এর বিরোধী হয়। আল্লাহ যেটা আদেশ করেছেন সেটাই মানতে হবে।

একটি উদাহরণ দিলে বিয়য়টি স্পট হবে ইনশাআল্লাহ – আজ-কাল দূর পাল্লার নাইট কোচ বাস গুলোতে টিভি থাকে। ধরুন একটি বাসে টিভিতে অশ্লীল সিনেমা, নাচ-গান চলছে। সেই সিনেমাতে নারীদের অর্ধোনগ্ন পোশাকে, অশালীন পোশাকে দেখানো হচ্ছে। এখন মুসলিমদের কি এটা দেখা বৈধ নাকি অবৈধ? এই ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।" [আন নূরঃ ৩০] তাই ঐ সিনেমা দেখা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয় বরং হারাম। তাই একজন যাত্রী উঠে কনট্রাক্টরকে বলল- এই সিনেমা বন্ধ কর। তখন কন্ট্রাক্টর যাত্রীদের উদ্দেশে বলল- কে কে এই সিনেমা দেখতে চান না হাত উঠান। দেখা গেল বাসে মাত্র ৪/৫ জন যাত্রী হাত তুলল। আর বাকি ৩০/৩৫ জন-ই হাত উঠাল না অর্থাৎ তারা সিনেমা দেখার পক্ষে। তাহলে এখন গণতন্ত্র কি বলে? গণতন্ত্র অনুযায়ী হারাম জিনিস জয়ী হয়ে গেল। আবার একজন পার্লামেন্ট মেম্বারের পদটা হলো সেই পদ যেখানে বসে আইন প্রণয়ন করা হয়। হালাল-হারাম নির্ধারণ, যেটা সম্পূর্ণ একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার এখতিয়ারে।মহান আল্লাহ আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই।" [ইউসুফঃ ৪০] কিন্তু গণতন্ত্র অনুযায়ী সেই জায়গাটায় একজন ব্যক্তি নিজেকে বসিয়ে দেয়। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে লক্ষ্মীর মূর্তিটা কেবল সম্পদ দিতে পারে, বিদ্যার জন্য সরস্বতীর কাছে যেতে হবে। আর গণতান্ত্রিক ধর্ম অনুসারে বিধান আনার জন্য এমপি-মন্ত্রীদের কাছে যেতে হবে। যে এমনটা দাবী করছে সে তাগূত, আল্লাহর বদলে যাদেরকে উপাসনা করা হয়। যে লোক পার্লামেন্ট মেম্বার পদে নির্বাচন করছে সে সরাসরি নিজেকে ঐ পদটার যোগ্য বলে স্বীকার করে নিয়েই নির্বাচন করছে। অর্থাৎ সন্দেহাতীতভাবে সে তাগূত। আর যে ব্যক্তি সে লোককে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে সে তাকে নিজের রব হিসেবে নির্বাচিত করল। বিষয়গুলো শুনে যদি মনে হয় যে, আপনি কখনও বিষয়টিকে এমন ভাবে চিন্তা করেন নি, তাহলে আমরা বলবো চিন্তা করুন এবং কোরআন সুন্নাহর দলীলের সাথে মিলিয়ে দেখুন, যাতে নিজের অজান্তেই নামাজ-রোজা আদায় করেও মুশরিক হিসেবে মরতে না হয়।

এখন আসা যাক আরেক দল লোকের দাবির ব্যাপারে, যারা বলে এটা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার হিকমাহ। হিকমাহ'র প্রকৃত সংজ্ঞা না জানাই এই লোকেদের জন্য কাল হয়েছে। তারা নিজেদের অনেক বুদ্ধিমান মনে করে। সত্য বলতে, তারা নিজেদের আল্লাহর চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। তাই তারা এমন পদ্ধতি নিয়ে আসে যা আল্লাহ বৈধ করেন নি। সোজা বাংলায় তাদের দাবির মূল কথা হলো, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের পদ্ধতি আল্লাহর পদ্ধতির চেয়ে উত্তম। আল্লাহ আমাদের এমন মূর্খদের থেকে পবিত্র রাখুন। আবু জাহেল এর আসল ডাক নাম ছিল আবুল হাকাম, বা হিকমতওয়ালা। কিন্তু তার কুফরির কারণে রাসূল (সা) তার নাম দিয়েছিলেন আবু জাহেল অর্থাৎ বেকুব। নিজেই তাগূত বনে যাওয়া হিকমাহ এর অংশ না কোনভাবেই। এটা কোন অবস্থাতেই জায়েজ নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন দেবী দুর্গা আর সরস্বতীর পূজার করা যাবে না, ঠিক তেমনি গণতন্ত্র নামক শিরকেরও অনুসরণ করা যাবে না। যারা ভোট দিচ্ছে তারা মূলত কয়েকটা তাগূতের মধ্য থেকে কোন তাগূতের উপাসনা করা হবে, কাকে মান্য করা যায় আগামী পাঁচ বছর সেটা সিদ্ধান্ত নেয়। এরই নাম শিরক।

জবরদস্তির শিকার হলে অর্থাৎ প্রাণনাশের বা এমন কিছুর হুমকির মুখে হৃদয়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আক্বিদাহ রেখে বাহ্যিকভাবে শিরক করলে কোন পাপ হবে না, তবে সেটা খুবই বিশেষ প্রয়োজনে। একে আরবিতে বলে ইকরাহ। কিন্তু এখানে ভোট দেবার জন্য কেউ কাউকে জোর করে না। ইচ্ছে করেই মানুষ আনন্দের সহিত ভোট দিতে যায়, কয়েক ঘণ্টা রোদ-বৃষ্টির মধ্যে লাইনে দাড়িয়ে থাকে, এমতাবস্থায় তাদের জন্য কোন অজুহাতই নেই। তারা স্বেচ্ছায় শিরক করলো, সেটাকে তারা শিরক মনে করুক আর না করুক তাতে কিছুই যায় আসে না। তাই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা এর মত অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কেউ আবিষ্কার করলেও সেটা চলবে না, কারণ আল্লাহ সুবানাহু তায়ালা তা নাকচ করে দিয়েছেন । মহান আল্লাহ বলেন- "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাপনার তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।" [আলে ইমরানঃ ৮৫]

অপর দিকে, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ এই বাস্তবতাকে মধ্য আকাশের সূর্যের মত পরিষ্কার করে উপলব্ধি করেছেন। তাই তো তারা এক কুফরিকে সরিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে আরেক কুফরিতে ডুব দেন নি। তারা ব্যালট বক্সের বদলে বুলেটের বক্সের পন্থা অনুসরণ করেছেন। তারা ভোটাভুটি না করে আল্লাহর দেয়া জিহাদের শাশ্বত বিধানকে গ্রহণ করেছেন। দাওলাতুল ইসলামে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, সালাত কায়েম করা হয়, যাকাত আদায় করা হয়, শিক্ষা ব্যবস্থা চলে কোরআন সুন্নাহ অনুসারে, চোরের হাত কাটা হয়, জিনাকারীকে রজম করা হয়। শিরকে ধ্বংস করা হয় আর ঈমানকে উৎসাহিত করা হয়, সৎ কাজ সেখানে প্রকাশ্য আর অসৎ কাজ নিষিদ্ধ। এই হলো আল্লাহর বিধান, আর এই বিধান প্রয়োগ করার পূর্বে কাউকে জিজ্ঞাস করা হয় না। কারণ মানুষ আল্লাহর গোলাম, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে অনুমতি দেয়া না দেয়ার কেউ নয়।

তাই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র তথা সকল প্রকার তন্ত্র-মন্ত্রই আল্লাহ চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, আর ন্যূনতম বুদ্ধির অধিকারীদের কাছেও ইসলাম আর গণতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্য পরিষ্কার। তাই গণতন্ত্র নামক শিরকি ধর্মকে পরিত্যাগ করা সবার প্রতি ওয়াজিব, যারা তা করতে অস্বীকৃতি জানাবে তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করবে না।

এডিট:- মাহদি হাসান জন আল-বাঙালি